১৯৭৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১২ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ঢাকা সেনানিবাস পর্ষদের
বিশেষ সভার গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১)	মেঃ কর্ণেল এম, আনোয়ার হোসেন ষ্টেশন কমান্ডার (আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস।	সভাপতি	অনুপস্থিত
২)	লেঃ কর্ণেল আবুল হাসনাত মোঃ আবদুল্লাহ জি এস ই এস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস	সদস্য	,,
৩)	উইং কমান্ডার রাজ মামুন, [illegible] (অ্যাডমিন উইং) বাংলাদেশ বিমান, ঢাকা	সদস্য	,,
৪)	মেজর খন্দকার [illegible] রহমান, এম ই এস ও, সি এন্ড এইচ, ঢাকা	সদস্য	উপস্থিত
৫)	লেঃ এম এম [illegible], [illegible], বাংলা দেশ নৌ-বাহিনী, ঢাকা	সদস্য	অনুপস্থিত
৬)	অবসরপ্রাপ্ত মেজর এ কে দেব, ঢাকা সেনানিবাস।	সদস্য	,,
৭)	জনাব মশীদুর রহমান, ঢাকা সেনানিবাস।	সদস্য	উপস্থিত
৮)	জনাব জলীলুর রহমান, সেনানিবাস [illegible], ঢাকা সেনানিবাস।	সচিব	উপস্থিত

বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে :-

(১)	ডাইরেক্টর জেনারেল মিলিটারী ল্যান্ড [illegible], ঢাকা। (প্রতিনিধি)	-	উপস্থিত
(২)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রোডস এ্যান্ড হাইওয়েজ, ঢাকা	-	উপস্থিত

কার্যসূচী

[illegible] এডমিনিস্ট্রেটর ও বাংলা দেশ সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা দেশ বিমান বাহিনী [illegible] থেকে সেনানিবাস এলাকা হ'তে এম, পি, চেক পোস্ট" পর্যন্ত সীমানার রাস্তা ও পারিপার্শ্বিক এর উন্নতি সাধন বিবেচনা করা।

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
১৮-০২-৭৬

কুর্মিটোলা এলাকা :- কো রাস্তের পথের যথা অনুষ্ঠিত হইল না। তবে সৈনিকদের সমস্যা বুঝে ও বিবেচনা আলোচনা করে বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ও পূর্ত ও গৃহায়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতে অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসুবিধার কথা জানাইবেন। [illegible] সি, ই, ও তাঁহাদের সহিত উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হন।

পূর্ত ও গৃহায়ন বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে বিমান বন্দর হইতে "এম, পি চেক পোষ্ট" পর্যন্ত এলাকার উন্নয়ন কল্পে তাঁহারা ইতিমধ্যেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। সড়কের উভয় পার্শ্ব দিয়া ফুটপাত নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সড়কের উভয় ধারে [illegible] প্রশস্ত করার প্রস্তাব ও উহাতে রহিয়াছে। সাইন পোস্টগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টির প্রতি তাঁহারা অবিলম্বে দৃষ্টি দিবেন। নূতন নির্মাণ বাজেট বহির্ভূত এবং আনুষাঙ্গিক সমস্ত উচ্চ ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ হইতে ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কার্য সমাধা করা হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য বিভাগীয় তৎপরতা গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি সরকারী বরাদ্দ পাইবার বিষয়ে জেনারেল জিয়ার আনুকূল্যের জন্য সুপারিশ রাখেন।

এই এলাকার বৈদ্যুতিক বাতি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। বর্তমানে সম্প্রসারণের কোন প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন রক্ষণাবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে না।

বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার প্রতিনিধির দৃষ্টি বিমান বন্দর মার্কেটের বেআইনী নির্মাণ সমূহের প্রতি আকর্ষণ করিলে তিনি প্রত্যক্ষতঃ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশে বিরত থাকেন। তবে পারিপার্শ্বিকতার উন্নতিকল্পে সি, ই, ও প্রদত্ত নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করিতে একমত হন।

১। সিভিল এভিয়েশন গেট হইতে আরম্ভ করিয়া সিভিল এভিয়েশন এলাকা বেষ্টন করিয়া রাস্তার পার্শ্ব দিয়া প্রাচীর নির্মাণ (অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে)।

২। বিমান বন্দর মার্কেটের সম্মুখস্থ স্থল উন্নয়ন করিয়া স্থাপিত অস্থায়ী বাতি সমূহ কার্যকর করা।

৩। সম্পূর্ণ মার্কেট বিল্ডিং মেরামত করা ও রুচিশীল একটি রং দেওয়া।

৪। মার্কেটের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

৫। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সহায়তায় মার্কেটের উত্তরপার্শ্বে বিস্তৃত পতিত জমিতে একটি মনোরম পার্ক নির্মাণ।

১ নং ছাড়া অন্যান্য সকল প্রস্তাব ৯ মাসের মধ্যে বাস্তবায়িত হইবে।

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
১৮-২-৭৬.